সিরাজউদ্দৌলার প্রতিশোধ

(বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব)

কুন্তল চক্রবর্তীর

সিরাজউদ্দৌলার প্রতিশোধ(বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব) কুন্তল চক্রবর্তী

সিরাজউদ্দৌলার প্রতিশোধ(বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব)

০৮/০৩/২০২৬

কুন্তল চক্রবর্তী

এই প্রবন্ধে কল্পনা করা হয়েছে যে, নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা যদি পলাশীর যুদ্ধে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিতেন, তবে ব্রিটিশ এবং তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের উপর তাঁর কী প্রভাব পড়ত। এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত তথ্য ও ছবি সম্পূর্ণরূপে গুগল এবং উইকিপিডিয়া থেকে নেওয়া হয়েছে। অতএব, আমি আশা করি যে তথ্যে কোনো ভুল থাকলে পাঠক সমাজ তা ক্ষমা করে দেবেন।

ইতি,

কুন্তল চক্রবর্তী

সিরাজউদ্দৌলার প্রতিশোধ(বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব) কুন্তল চক্রবর্তী

১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর যুদ্ধে মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব প্রাণ হারান এবং মীর জাফর মসনদে তাঁর স্থান গ্রহণ করেন। কিন্তু নবাব যদি সেদিন বেঁচে থাকতেন, তাহলে সেই ষড়যন্ত্রকারীর কী হতো?

সিরাজউদ্দৌলার প্রতিশোধ(বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব) কুন্তল চক্রবর্তী

Siraj-ud-Daulah

Lutfunnisa Begum

[Ghaseti Begum]

Mir Jafar

Robert Clive

Soukat Jong

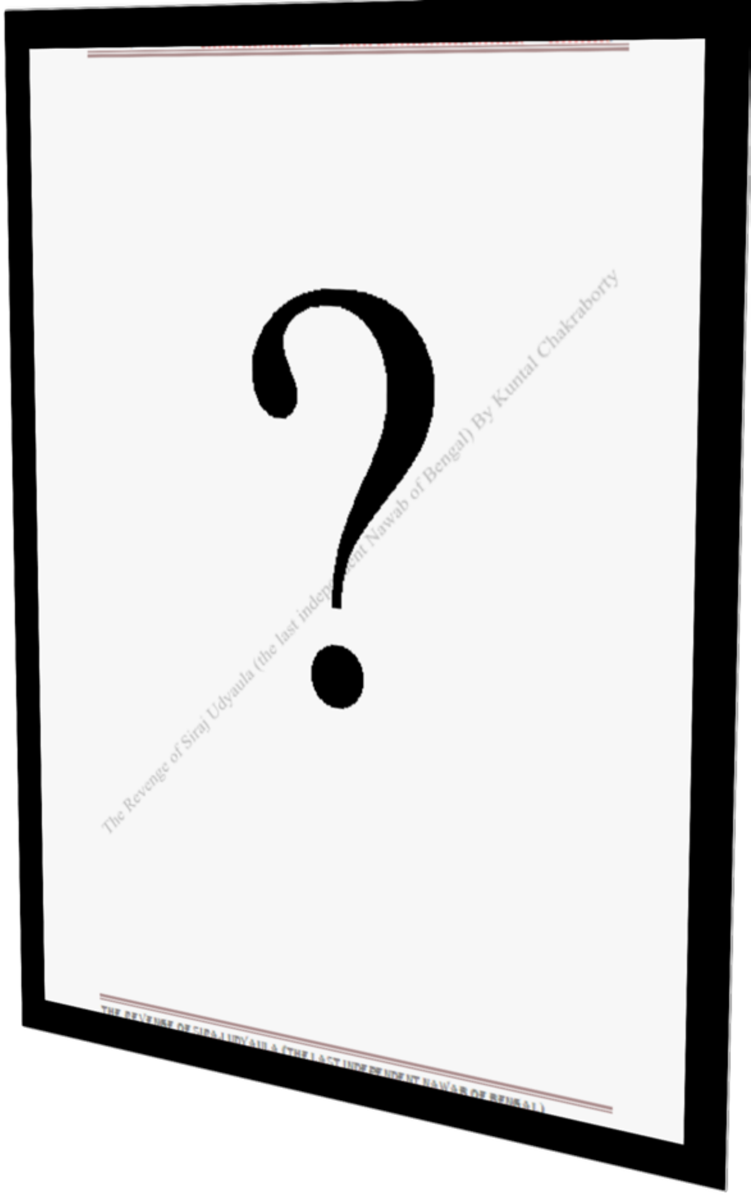

Jagat Seth

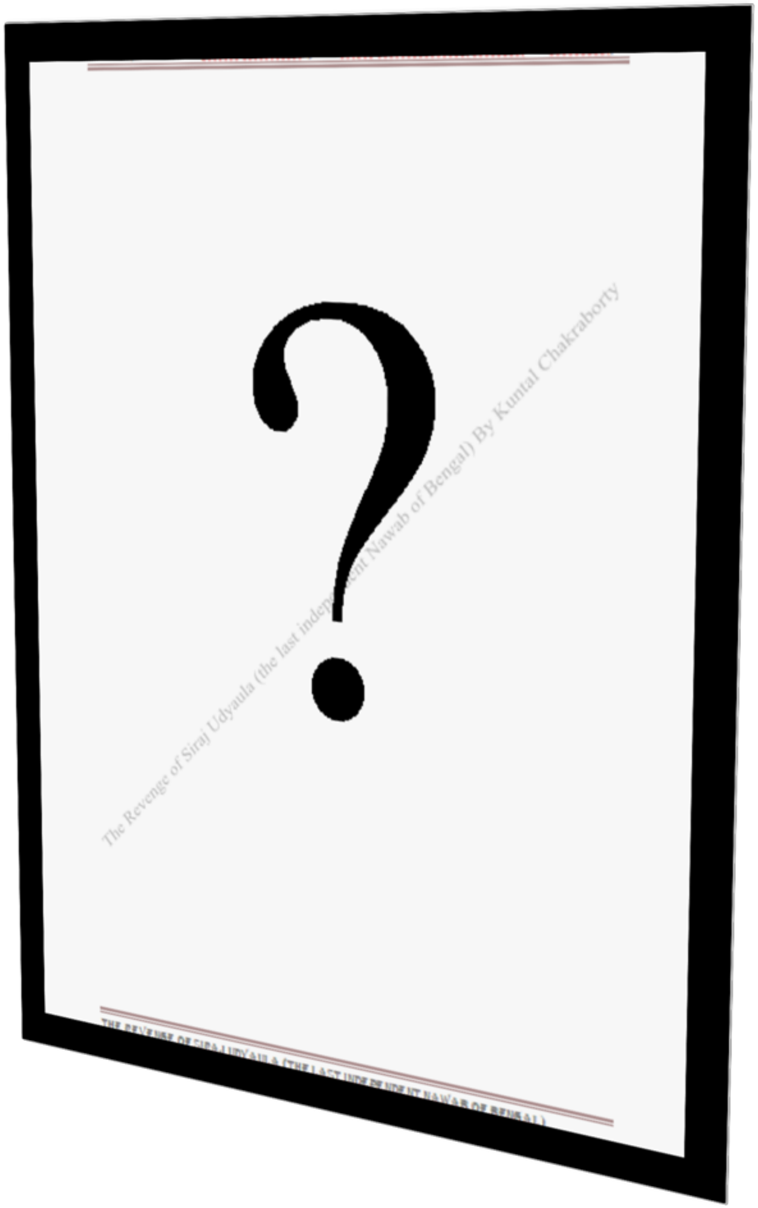

২৩ শে জুন ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে রক্ত পিপাশায় তৃস্নাক্তক পলাশীর পৈশাচিক হাতছানি থেকে বেঁচে ফিরে এলেন নবাব সিরাজউদ্দৌলা। যুদ্ধাবসানের পর তিনি যখন প্রাসাদে ফিরে এলেন, তাঁর সঙ্গে আরও কয়েকজনকেও লক্ষ্য করা গেলো, যুদ্ধবন্দী হিসাবে, মির জাফর আলী খান, রবার্ট ক্লাইভ এবং আরো কয়েকজন ব্রিটিশ। নবাবের মুখমন্ডল ছিল পাষাণরূপ কঠিন, তিনি প্রাসাদে ফিরেই যুদ্ধ বন্দীদের কারাগারে নিক্ষেপ ও পরের দিনের বিচার সভার ঘোষণা করলেন।

পরের দিন সভা বসলে যুদ্ধ বন্দীদের নবাবের সামনে হাজির করা হলে নবাব জাফর আলী খানকে উদ্দেশ্য করে বলে ওঠেন, আপনাকে আমি আমার পরম মিত্র তথা আত্মীয় মনে করতাম, আপনি যুদ্ধ প্রাঙ্গণে আমাকে হত্যার চেষ্টা করে শুধু আমার প্রাণের অবসান না ঘটিয়ে সমগ্র বাংলায় এক অরাজকতার সূচনার চেষ্টা করে ছিলেন, যা খোদাতালা কৃপায় পারেননি। আপনি আমার প্রধান সেনাপতি, সুতরাং আপনি নিশ্চয় জানেন, রাজদ্রহের শাস্তি কি হতে পাড়ে।এই বলে তিনি মির-জাফর-আলী-খান এবং বাকি ইংরেজ যুদ্ধ বন্দীদের শাস্তির উদ্দেশে আদেশ দিলেন, এদের কে নিয়ে গিয়ে প্রত্যেককে ১০০০ চাবুক দিয়ে মারো এবং অন্ধকার কারাগারে সাতদিন অনাহারে বন্দী করে রাখা হোক, এরপরেও বেঁচে থাকলে ক্ষুধার্থ নরখাদকের সম্মুখে নিক্ষেপ করা হোক। নবাবের আদেশ পালন করার জন্যে সৈন্য এগিয়ে এলে জাফর আলী খান সজল নয়নে নবাবের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করার বৃথা চেষ্টা করলেও তাকে সৈন্যরা টানতে টানতে নিয়ে গেলেন। সভাকক্ষ ক্ষণিকের জন্য নীরব থাকার পর নবাব তাঁর গম্ভীর কণ্ঠে সভা কক্ষে উপস্থিত জগৎ শেঠ সহ বাকি বিরোধীদের উদ্দেশে ভোটসোনাত্মক স্বরে বললেন, আপনাদের কি মনে হয়, আপনারা ষড়যন্ত্র করবেন আর কেউ কিছু টের পাবে না? তবে বাস্তবটা আপনাদের ধারণার বাইরে, এটা বাংলা, আর তামাম বাংলার মালিক আমি, এতদিন সব শয়ে এসেছি শুধু ভদ্রতার খাতিরে, আর না, আজ এই মুহূর্তে আমি জগৎ শেঠ বাদে বাকিদের জনসম্মুখে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে দেখতে চাই। তার এই কঠিন বিচার বাক্য শিরোধার্য করা হলে, নবাব জগৎ শেঠ-কে সতর্ক করে বললেন, শেঠজি এই আপনাকে আপনার বিপুল ধনোরাসি প্রাণে বাঁচিয়ে নিলো, কিন্তু এর পরে যেন আপনি আর কোনো দিন আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের চিন্তা করতে না পারেন, তাই আমি আপনার সকল ধোনোরাসি বাজিয়াপ্ত করছি এবং আজ থেকে আপনাকে আজীবন এখানেই কাটাতে হবে। তাও যদি আপনি রাজ-দ্রহে লিপ্ত হন তবে তার শাস্তি হিসাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্য প্রস্তুত থাকুন।

[নবাবের এই ভীষণ বক্তব্য ও সাজা দানের মাধ্যমে সেদিনকার মত সভা শেষ হলো]

সকল সভাসদ সভা কক্ষ একে একে ত্যাগ করলেও নবাব করলেন না, তার মন আজও যেনো মেনে নিতে চায় না যে তার পরিবারের লোকেরাই চায়না তিনি বেঁচে থাকুন। তিনি এইসব সম্ভব-অসম্ভব কথা চিন্তা করছেন, এমন সময় একজন দাসী এসে খবর দিয়ে গেলেন, ঘসেটি বেগম চরম পাগলামি শুরু করেছেন। এই খবর শুনে নবাব গেলেন ঘসেটি বেগমের কক্ষে। কক্ষে প্রবেশ করেই নবাবের সঙ্গে চোখাচোখি হলো ঘসেটি বেগমের, তিনি সিরাজউদ্দৌলা দেখেই বললেন-

ঘসেটি:- ওহে মূর্খ, খোদাতালা তাহলে তোমায় বাঁচিয়েই নিলেন।

সিরাজউদ্দৌলা:- তাই তো মা আমি আপনার সামনে অক্ষত দাড়িয়ে আছি।

ঘসেটি(ঝাঁঝালো কণ্ঠে):- আমি আমার প্রাসাদে ফিরে যেতে চাই, ব্যবস্থা করে দাও, এখানে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

সিরাজউদ্দৌলা:- এবার ওটা স্থায়ী হবে। আপনার কি মনে হয়, আপনি যে আমার বিরুদ্ধাচারি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন তা আমি জানিনা? আমি সব জানি, আমি তামাম বাংলার নবাব, আমার গুপ্তচর সর্বক্ষণ আপনার ওপর

নজর রেখে চলেছে, তাই আপনি আজ আমার প্রাসাদে দিন কাটাচ্ছেন, আপনার সকল সম্পত্তি আমায় বাধ্য হয়ে হস্তগত করতে হয়েছে।

ঘসেটি:- তোমার সাহস-তো কম না, যে আমার পেছনে তুমি গুপ্তচর মতায়েম করেছো। আবার সেটা ফলাও করে বলছো।

সিরাজউদ্দৌলা:- বলতে পারছি কারণ কাল প্রকৃতির নিয়মে পূর্বদিকে কাল সূর্য উঠলেও কালকের পর আপনার জীবনে আর কোনোদিন উঠবে না।

ঘসেটি:- মানে…?

সিরাজউদ্দৌলা:- কালকেই আপনাকে জেন্ত-কবর দেওয়া হবে।

[এই বলে তিনি একজন সেপাই ডেকে ঘসেটি বেগমকে কারাবন্দির নির্দেশ দিলেন]

রক্তঅশ্রুসিক্ত দৃষ্টিতে ঘসেটি বেগম সিরাজ উদ্দৌলার দিকে তাকিয়ে তাকে ভৎসনসূচক উক্তি করলেন, কিন্তু তার সম্পূর্ণটাই দাঁতে পিষে গেলো।

নিজের মাতৃ সম ঘসেটি বেগমকে শাস্তির কথা শুনিয়ে নবাবের মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল, তিনি এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে লুৎফার কক্ষের দিকে অগ্রসর হলেন। বলা বাহুল্য তিনি ইতিমধ্যেই ঘসেটি বেগমের শাস্তির খবর পেয়েছেন, নবাব কক্ষে প্রবেশ করা মাত্র লুৎফার নবাবের কাছে সজলনয়নে তার মায়ের জীবন ভিক্ষা করলেন। নবাব লুৎফাকে বললেন, দেখো বেগম, তোমার মা আমারও মাতৃসম হন, তিনি আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত জেনেও তাঁকে আমি আমার মায়ের পাশে বসিয়েছি, শ্রদ্ধা করেছি, কিন্তু না, তিনি আমরণ মনে করেন আমি গদির যোগ্য নই। আর তাঁর এই ভাবনা থেকেই সমগ্র বাংলার ওপর বিপদ নেমে এসেছিল, যা তাঁকে শাস্তি দানের মাধ্যমে সমূলে উৎপাটিত হলো।

[সাত দিন কোনো ঝামেলা ছাড়া কেটে গেলো]

সাতদিন পর দেখা গেলো রবার্ট ক্লাইভ ও বাকি বন্দীরা প্রায় অর্ধমৃত, নবাবের আদেশে তাদের নরখাদকের সম্মুখে উপস্থিত করা হলো এবং নরখাদকটি নির্মম ভাবে তাদের হত্যা করে ফেললো।

[এর পর বছর দুয়েক কিচ্ছু ঘটলোনা, কিন্তু মতিঝিলে চললো এক গোপন ষড়যন্ত্র]

একদিন সভাকক্ষে নবাব ইংরেজদের তথা ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লোকদের ডেকে সরাসরি এদেশের বাণিজ্যের-পাঠ স্থায়ী ভাবে তুলে দিতে বললেন। কোম্পানির লোকেরা নবাবের এই রূপ সিদ্ধান্তে সাফ আপত্তি জানায় এবং বলে, ইহা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, এবং নবাবকে কুর্নিশ জানিয়ে সভা কক্ষ পরিত্যাগ করে।

নবাব তাদের ঔদ্ধত্য দেখে গর্জন করে উঠলেন, এতবড় সাহস, বাংলার নবাবের কথার ওপর কথা..!

ষড়যন্ত্র মাফিক কাজ শুরু করা হোক, যেনতেনহেন-প্রকারেনো ওই জানোয়ার গুলোকে বাংলা থেকে উৎখাত করতেই হবে।

নবাবের হুকুম ও গুপ্ত ষড়যন্ত্র মোতাবেক কাজ শুরুহলো, প্রথম দিকে ইংরেজরা এর তিব্র প্রতিবাদ করলেও নবাবের প্রবল সৈনের চাপ ও কূটনৈতিক চালের ফল স্বরূপ ইংরেজরা দেশ ছেড়ে চলে গেলো, এবং কালের নিয়মে সব চলতে লাগলো, আজ হয়তো ভারতে তারই কোনো উত্তরসূরি বা অন্যকোন শাসকই শাসন করতেন। এবং হয়তোবা রাজ তন্ত্র বজায় থাকত।

[এটাই হতো, যদি সেদিন নবাব সিরাজউদ্দৌলা ফিরে আসতে পারতেন রক্ত পিপাসায় তৃষ্নাক্ত পলাশীর পৈশাচিক হাতছানি থেকে।

আমি আজ বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে এতটুকুই চিন্তা করতে পেরেছি, যদি ভাবনায় কোনো ভুল ত্রুটি থাকে, তবে আমার শ্রদ্ধেয় পাঠক সমাজের কাছে অনুরোধ, যেনো তারা তা নিজ-গুনে ক্ষমা করে দেন।]

সিরাজউদ্দৌলার প্রতিশোধ(বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব) কুন্তল চক্রবর্তী

নবাব সিরাজউদ্দৌলার প্রকৃত চরিত্র কেমন ছিল?

ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন তাবাতাবায়ী তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'সিয়ার-উল-মুতাখখিরিন' -এ নবাব সিরাজউদ্দৌলার চরিত্র সম্পর্কে অত্যন্ত কঠোর এবং নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছেন। গোলাম হোসেন সমসাময়িক লেখক হলেও তিনি ব্রিটিশ এবং সিরাজ-বিরোধী অভিজাত শ্রেণির ঘনিষ্ঠ ছিলেন, যার প্রভাব তার লেখায় স্পষ্ট।

গোলাম হোসেনের বর্ণনা অনুযায়ী সিরাজউদ্দৌলার চরিত্রের প্রধান দিকগুলো নিচে তুলে ধরা হলো:

১. উচ্ছৃঙ্খলতা ও চারিত্রিক ত্রুটি

গোলাম হোসেনের মতে, সিরাজউদ্দৌলা তরুণ বয়সে অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল এবং দুশ্চরিত্র ছিলেন। তিনি অভিযোগ করেছেন যে, নবাব মদ্যপান এবং বিভিন্ন ধরনের অনৈতিক আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত থাকতেন। তার মতে, ক্ষমতার আসার আগে এবং পরেও সিরাজের আচরণের কোনো বিশেষ পরিবর্তন হয়নি।

২. নিষ্ঠুরতা ও নির্দয়তা

গ্রন্থটিতে সিরাজউদ্দৌলাকে একজন নিষ্ঠুর এবং দয়ামায়হীন শাসক হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। গোলাম হোসেন দাবি করেছেন যে, সিরাজ সাধারণ মানুষ এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করতেন এবং তুচ্ছ কারণে মানুষকে শারীরিক ও মানসিকভাবে লাঞ্ছিত করতেন। বিশেষ করে নারীদের প্রতি তার আচরণ অত্যন্ত অসম্মানজনক ছিল বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

৩. অদূরদর্শিতা ও অনভিজ্ঞতা

গোলাম হোসেনের মতে, সিরাজউদ্দৌলার মধ্যে একজন শাসকের জন্য প্রয়োজনীয় *ধৈর্য এবং বিচক্ষণতার* অভাব ছিল। তিনি মনে করতেন:

- নবাব তার অভিজ্ঞ উপদেষ্টাদের পরামর্শ অবজ্ঞা করতেন।
- তিনি তার অসংলগ্ন আচরণের মাধ্যমে বিশ্বস্ত সেনাপতি ও অমাত্যদের নিজের শত্রুতে পরিণত করেছিলেন।
- তার খামখেয়ালি সিদ্ধান্তের কারণেই শেষ পর্যন্ত পলাশীর যুদ্ধে বিপর্যয় নেমে আসে।

৪. অহংকার ও উদ্ধত আচরণ:

written by
Kuntal Chakabtorkty

সিরাজউদ্দৌলা বয়সে তরুণ হওয়ায় তার মধ্যে প্রবল অহংকার ছিল বলে গোলাম হোসেন বর্ণনা করেছেন। তিনি প্রভাবশালী ব্যক্তিদের (যেমন জগৎ শেঠ বা রাজবল্লভ) প্রকাশ্যে অপমান করতেন, যা শেষ পর্যন্ত দরবারে তার একাকীত্ব ও পতনের পথ প্রশস্ত করে।

একটি ঐতিহাসিক সতর্কতা:ঐতিহাসিকদের মতে, গোলাম হোসেনের এই বিবরণ পুরোপুরি নিরপেক্ষ নয়। তিনি ছিলেন নবাবের শত্রু মীর জাফরের পরিবারের আশ্রিত এবং ব্রিটিশদের অনুরাগী। আধুনিক অনেক ঐতিহাসিক (যেমন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়) মনে করেন, সিরাজউদ্দৌলার চরিত্রকে কালিমালিপ্ত করার জন্য গোলাম হোসেন অতিরঞ্জিত এবং একপাক্ষিক বর্ণনা দিয়েছেন। সমসাময়িক অন্যান্য উৎস অনুযায়ী, সিরাজের চরিত্রে কিছু ত্রুটি থাকলেও তিনি দেশপ্রেমিক ছিলেন এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অনেক অভিযোগই ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা-র চরিত্র সম্পর্কে সমসাময়িক আরও কয়েকজন ঐতিহাসিক ও লেখক ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের বিবরণ থেকে তাঁর চরিত্রের একটি বহুমাত্রিক ছবি পাওয়া যায়।

১. জন জেফানিয়া হলওয়েল

তিনি সিরাজউদ্দৌলাকে নিষ্ঠুর, খামখেয়ালি ও স্বৈরাচারী শাসক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর লেখায় সিরাজকে অত্যাচারী ও অবিবেচক হিসেবে তুলে ধরা হয়, যদিও আধুনিক গবেষকরা তাঁর বর্ণনাকে অনেকাংশে পক্ষপাতদুষ্ট মনে করেন।

২. রবার্ট অর্ম

অর্মের মতে, সিরাজ ছিলেন দুর্বলচরিত্র ও আবেগপ্রবণ। তিনি মনে করেন, নবাব হিসেবে তাঁর নেতৃত্বগুণ ততটা দৃঢ় ছিল না এবং তিনি সহজেই প্রভাবিত হতেন।

৩. লিউক স্ক্রাফটন

তিনি সিরাজকে অনির্ভরযোগ্য ও অস্থিরমতি বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, সিরাজের আচরণে ধারাবাহিকতা ছিল না, যা শাসনকার্যে সমস্যা সৃষ্টি করত।

৪. মীর মুহাম্মদ কাসিম-এর সমর্থক মহলের দৃষ্টিভঙ্গি

এই গোষ্ঠীর লেখায় সিরাজকে অযোগ্য শাসক হিসেবে দেখানো হয়, যাতে তাঁর পতনকে যৌক্তিক প্রমাণ করা যায়।

সব মিলিয়ে সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের একটি বড় অংশ–বিশেষ করে ইংরেজ বা তাদের ঘনিষ্ঠ লেখকরা–সিরাজউদ্দৌলাকে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করেছেন। তবে এসব বিবরণে রাজনৈতিক স্বার্থ ও পক্ষপাতের প্রভাব ছিল বলেও ইতিহাসবিদরা মনে করেন।

Other books written by Kuntal Chakraborty

- History Of World(11.12.2020 and 2021-2023)[FirstVolume]
- পৃথিবীর ইতিহাস (11.12.2020and2021-2023)[প্রথম খণ্ড]